রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩শে ভাদ্র, ১৪০২ বাং/৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ ইং

এস, আর, ও, নং ১৬০-আইন/৯৫।—Control of Essential Commodities Act, 1956 (I of 1956) এর section 3 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল, যথা:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।—(১) এই আদেশ সার (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা আগামী পহেলা আশ্বিন ১৪০২ বাংলা মোতাবেক ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ইংরেজী তারিখে বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ক) "অনুমোদিত" অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত;

(খ) "আইন" অর্থ Control of Essential Commodities Act, 1956 (I of 1956);

মূল্য: টাকা ৩.০০

(গ) "আবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান" (Essential Plant Nutrients) অর্থ নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক উপাদান, যথা:—(১) নাইট্রোজেন, (২) ফসফরাস (৩) পটাশিয়াম, (৪) ম্যাগনেসিয়াম, (৫) ক্যালসিয়াম, (৬) সালফার, (৭) জিংক, (৮) আয়রন, (৯) ম্যাংগানিজ, (১০) মলিবডেনাম, (১১) বোরন, (১২) ক্লোরিন, (১৩) কপার;

(ঘ) "কারিগরী সার কমিটি" অর্থ অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীন গঠিত কারিগরী সার কমিটি;

(ঙ) "পরিদর্শক" অর্থ অনুচ্ছেদ ৮(১) এর অধীন নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

(চ) "পরীক্ষাগার" অর্থ অনুচ্ছেদ ১৫ এর অধীন নির্দিষ্টকৃত পরীক্ষাগার;

(ছ) "প্যাকেট" অর্থ সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত কোন বস্তা বা ধারক;

(জ) "বিনির্দেশ" অর্থ কোন সারে বিদ্যমান আবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানসহ অন্যান্য উপাদানের মাত্রা এবং সারের ভৌত গুণাবলী ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কারিগরী সার কমিটির পরামর্শ মোতাবেক সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত বিনির্দেশ;

(ঝ) "ব্যক্তি" বলিতে কোন কোম্পানী, অংশীদারী কারবার, ফার্ম এবং অন্য যে কোন সংস্থাও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঞ) "সার" অর্থ অনুমোদিত বিনির্দেশ অনুসারে উৎপাদিত বা আমদানীকৃত কোন সার।

৩। লাইসেন্স—সার আমদানী, উৎপাদন, বিক্রয়, গুদামজাতকরণ বা বিতরণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সাধারণ ট্রেড লাইসেন্স ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না।

৪। সার উৎপাদন—(১) কোন ব্যক্তি অনমোদিত নয় এইরূপ কোন সার উৎপাদন বা উহাদের মিশ্রণ প্রস্তুত করিতে বা উহা উৎপাদনে অনুমোদিত নয় এইরূপ কাঁচামাল ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) সরকার প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সার উৎপাদন বা সারের মিশ্রণ পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে বা এতদসম্পর্কে প্রয়োজনীয় বাধা-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উৎপাদনযোগ্য সার, সারের বিনির্দেশ ও কাঁচামাল নির্ধারণ করিবে।

৫। সার আমদানি।—(১) কোন ব্যক্তি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিনির্দেশ বহির্ভূত সার বা উহার কাঁচামাল আমদানী করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার—

(ক) সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এবং যথাসম্ভব অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে অনুমোদিত সার, সারের বিনির্দেশ এবং উহার কাঁচামালের তালিকা প্রকাশ করিবে;

(খ) শুল্ক কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত তালিকা সরবরাহ করিবে।

(৩) বিনির্দেশ বহির্ভূত কোন সার বা সারের কাঁচামাল আমদানি করা হইলে শুল্ক কর্তৃপক্ষ তাহা খালাস করিবে না।

৬। সার গুদামজাতকরণ, বিক্রয় ও বিতরণ—(১) সার প্যাকেটজাত অবস্থা ব্যতীত অথবা খুচরা বিক্রেতার ক্ষেত্রে প্যাকেট হইতে ব্যতীত অন্য কোনভাবে বিক্রয় বা বিতরণ করা যাইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সার একই গাদায় রাখিতে বা কোন সার খাদ্যদ্রব্যের সংগে রাখিতে পারিবেন না।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সার গুদামজাতকরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৪) অনুমোদিত নয় এরূপ সার বা সারের কাঁচামাল কোন ব্যক্তি গুদামজাত করিতে বা তাহার দখলে রাখিতে পারিবেন না।

৭। প্যাকেট—প্রতিটি প্যাকেটের উপরে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি স্পষ্টাক্ষরে সহজে দৃশ্যমানভাবে অবশ্যই বাংলা বা ইংরেজীতে লিখিত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) সারের নাম;

(খ) সারের বিদ্যমান আবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানের নাম এবং সারের মোট ওজনের ভিত্তিতে উহার শতকরা হার;

(গ) সারের নীট পরিমাণ;

(ঘ) প্রস্তুতকারকের নাম এবং দেশের নাম।

৮। পরিদর্শক—(১) এই আদেশের বিধানাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনস্থ বিষয়বস্তু কর্মকর্তা বা তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে বা প্রয়োজনবোধে অন্য যে কোন ব্যক্তিকে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) পরিদর্শকগণ সরকারের নির্দেশ অনুসারে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯। পরিদর্শন ইত্যাদি—(১) একজন পরিদর্শক যে কোন যুক্তিসংগত সময়ে যে কোন সার কারখানা এবং তৎসংলগ্ন স্থান, সারের গুদাম বা সার রাখা বা পরিবহন করা হয় এইরূপ যে কোন স্থান, যান এবং সার বিক্রয় বা বিতরণ কেন্দ্রে প্রবেশ ও পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুসারে পরিদর্শনকালে এই আদেশের কোন বিধান বা তদধীনে প্রদত্ত নির্দেশ বা নির্ধারিত মান বা বিনির্দেশ যথাযথভাবে পালিত বা অনুসৃত হইতেছে কিনা তৎসম্পর্কে সন্তুষ্ট হইবার জন্য পরিদর্শক—

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র এবং তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন সার পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(খ) সার সংরক্ষণ, বিক্রয় বা অন্য কোন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্থানের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে এবং সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে এবং কোন অনিয়ম বা ত্রুটি লক্ষ্য করিলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(গ) এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় সার বা কাঁচামাল বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিতে এবং ক্ষেত্রমত, অনুচ্ছেদ ১০ অনুসারে ঐগুলি আটক করিতে পারিবেন;

(ঘ) পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত যে কোন অনিয়ম বা ত্রুটি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিতে পারিবেন;

(ঙ) জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে, আইন বা এই আদেশের বিধান লংঘনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

১০। **অননুমোদিত বা ব্যবহার অযোগ্য সার উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধকরণ, আটক, ইত্যাদি**—(১) কোন ব্যক্তি অননুমোদিত বা ব্যবহার অযোগ্য সার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিলে, বা দখলে রাখিলে, বা তাহার নিকট সারের অননুমোদিত কাঁচামাল পাওয়া গেলে, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক—

(ক) প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিবেন;

(খ) উক্ত সার বা কাঁচামাল সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় অনধিক ৭ (সাত) দিনের জন্য আটক করিতে পারিবেন;

(গ) অবিলম্বে বিষয়টি সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার নিকট একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুসারে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা যদি সন্তুষ্ট হন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অননুমোদিত সার বা সারের কাঁচামাল উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিতেছেন বা বিক্রয় বা বিতরণের উদ্দেশ্যে দখলে রাখিয়াছেন বা সারের কাঁচামাল সার প্রস্তুতে ব্যবহার করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি—

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুসারে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিবেন;

(খ) পরীক্ষাগারের ফলাফল প্রাপ্তির পূর্বেই, লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক, অবিলম্বে উক্ত সার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ বা সার উৎপাদক কাঁচামালের ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লিখিত আদেশ বা তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে বা পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত আটকাদেশের মেয়াদ অনধিক পনের দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন;

(গ) দফা (খ) এর অধীনে আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে উহার অনুলিপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত পরিচালক এবং যে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ বা দখলাধীন সার আটক করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিবেন;

(ঘ) উক্ত সার বা সারের কাঁচামালের উৎপাদনকারী, বিক্রয়কারী, বিতরণকারী বা দখলকার কর্তৃক পরিচালিত উৎপাদন, বিক্রয়, বিতরণ, কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ঘ) এর অধীনে প্রদত্ত কোন নিষেধাজ্ঞা ৩০ (ত্রিশ) দিনের বেশী কার্যকর থাকিবে না।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অতিরিক্ত পরিচালক প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর উহা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিবেন, অন্যথায় উহা বাতিল করিবেন বা তাহার বিবেচনায় অন্য কোন ন্যায়সংগত আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত আদেশ বা নির্দেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং উৎপাদক, ব্যবসায়ী বা দখলদারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (২) বা (৩) এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীনে প্রদত্ত যে কোন আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পরিচালকের নিকট আদেশ বা নির্দেশ প্রাপ্তির ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

১১। **কারিগরী সাব কমিটি**—এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একজন চেয়ারম্যান ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে একটি কারিগরী সাব কমিটি গঠন করিবে।

১২। **কারিগরী সাব-কমিটির কার্যাবলী**।—কারিগরী সাব-কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে:—

(ক) সার উৎপাদন, প্রস্তুতকরণ, সংগ্রহ, আমদানি, বিলিবণ্টন, বিক্রয় ও ব্যবসা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) মান নির্ধারণ করা হয়নি এমন নতুন সার, অণুজীবী সার (বায়ো-ফার্টিলাইজার), সয়েল এ্যামেন্ডমেন্ট এবং উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক বা উদ্দীপক (Plant growth regulator/stimulator) এর গবেষণাগার ও মাঠ বা শস্য পর্যায়ে পরীক্ষা পরিচালনা এবং এই সকল পরীক্ষার ফলাফল এবং পরিবেশের উপর উহার প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনাপূর্বক দেশে এই সকল সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বিপণন ও ব্যবহার অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশকরণ;

(গ) বিভিন্ন সারের এবং সার উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের বিনির্দেশ নির্ধারণের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) বিভিন্ন কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে মৃত্তিকা ও ফসলের উপযোগী বিভিন্ন গ্রেডের মিশ্রণ এবং যৌগিক সারের বিনির্দেশ নির্ধারণের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) সারের ভৌত বা দানাদার মিশ্রণ প্রস্তুত পদ্ধতি (Formulation) বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশকরণ;

(চ) সারের ভৌত বা দানাদার মিশ্রণ প্রস্তুত করার ইউনিটসহ যে কোন সারের উৎপাদন ইউনিটের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগার স্থাপনের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ছ) সারের নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(জ) সময় সময় অনুমোদিত সারের তালিকা পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে তালিকায় কোন সংযোজন বা বিয়োজনের বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ঝ) সরকার কর্তৃক কমিটি বরাবরে প্রেরিত অন্য যে কোন বিষয়ে পরামর্শ বা সুপারিশ প্রদান।

১৩। **কারিগরী সাব কমিটির সভা।**—(১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে কারিগরী সাব কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমিটির সভায় উহার চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য এবং উভয়ের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দেশিত স্থানে ও সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

১৪। **উপ-কমিটি।**—কারিগরী সাব-কমিটি এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উপ-কমিটিতে কারিগরী সাব-কমিটি বহির্ভূত কোন ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

১৫। **পরীক্ষাগার।**—(১) এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক পরীক্ষাগার বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

(২) অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১০ (গ) অনুসারে কোন পরিদর্শক বা তাহার উর্ধতন কর্মকর্তা সার বা সারের কাঁচামাল বা অন্য কোন দ্রব্যের নমুনা কোন পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিলে উক্ত পরীক্ষাগার, নমুনাপ্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে, পরীক্ষাকার্য সম্পাদন করিয়া পরীক্ষার ফলাফলের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং যে ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত সার বা কাঁচামাল বা অন্য দ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৬। **আটককৃত সার নিষ্পত্তি।**—অনুচ্ছেদ ১০ এর অধীনে কোন অননুমোদিত বা ব্যবহার অযোগ্য সার বা কাঁচামাল আটক করা হইলে উক্ত অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এ উল্লিখিত

আপীল দায়েরের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর বা আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে আপীল নিষ্পত্তি হওয়ার পর আপীলের সিদ্ধান্ত অনুসারে উক্ত সার বা কাঁচামাল সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালনে উক্ত সার বা কাঁচামাল বা অন্য দ্রব্যের স্বত্বাধিকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাধ্য থাকিবে।

১৭। দণ্ড সম্পর্কে বিধান।—এই আদেশের কোন বিধান বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ লংঘন করিলে লংঘনকারী আইনের ৬, ৭, ৮ ও ৯ ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন।

১৮। অব্যাহতি।—সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা এবং উহাতে বর্ণিত সীমা বা শর্তসাপেক্ষে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এই আদেশের সকল বা যে কোন বিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম আখতার আলী

সচিব।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।